

10 MINUTE SCHOOL

বাংলা প্রথম পত্র

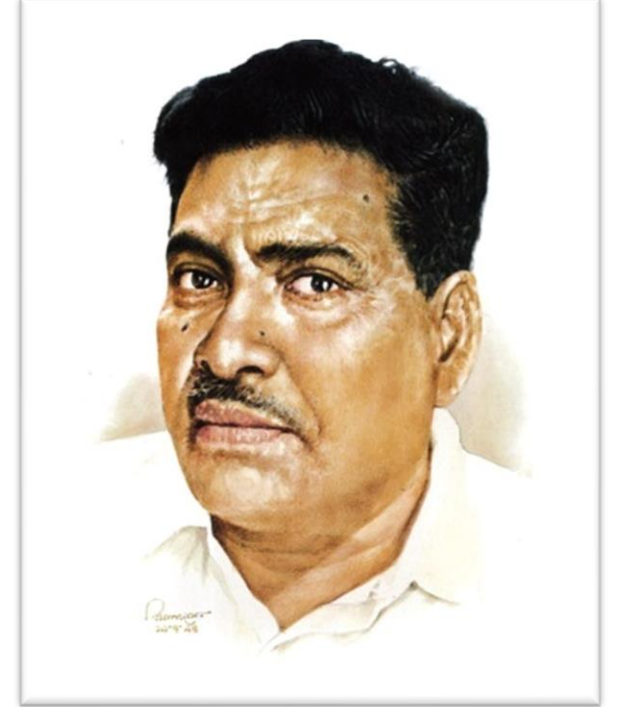
নবম-দশম শ্রেণি

আম-আঁটির ভেঁপু

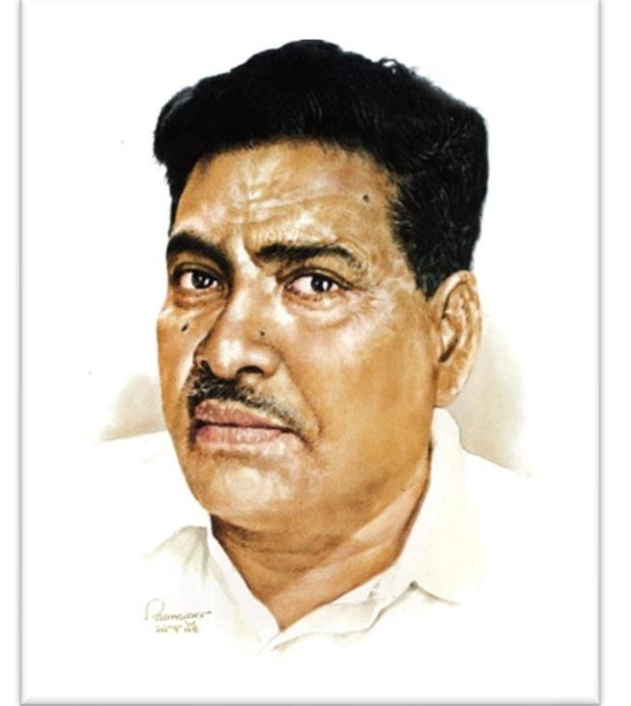
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাক্ষর

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালে ২৪
পরগনার মুরারিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
তঁার পিতার নাম মহানন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং
মাতা মৃণালিনী দেবী। স্থানীয় বনগ্রাম স্কুল
থেকে ১৯১৪ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন
এবং কলকাতা রিপন কলেজ থেকে আই.এ.
এবং বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে
তিনি হুগলী, কলকাতা ও ব্যারাকপুরের বিভিন্ন
স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শরৎচন্দ্রের পরে তিনি
বাংলা কথাসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী।
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও গ্রামবাংলার সাধারণ
মানুষের সহজ-সরল জীবন-যাপনের



অসাধারণ এক আলেখ্য নির্মাণ করে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। প্রকৃতি এবং মানুষের জীবনের অভিন্ন সম্পর্কের চিরায়ত তাৎপর্যে তাঁর কথাসাহিত্য মহিমামণ্ডিত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো : **পথের পাঁচালী**, **অপরাজিত**, **আরণ্যক**, **ইছামতি**, **দৃষ্টিপ্রদীপ**। **গল্পগ্রন্থ** : **মেঘমল্লার**, **মৌরীফুল**, **যাত্রাবদল**। **ইছামতি উপন্যাসের জন্য তিনি রবীন্দ্র-পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৫০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।**



শব্দার্থ	টীকা
রোয়াক- ঘরের সামনের খোলা জায়গা বা বারান্দা।	
চুপড়ি- ছোট বুড়ি।	খাপরার কুচি ক্ষুদ্র ধামা।
নাট্যফল- করঞ্জা ফল।	
খাপরার কুচি- কলসি-হাঁড়ি প্রভৃতির ভাঙা অংশ বা টুকরা।	
পিজরাপোলের আসামি- খাঁচায় পড়ে থাকা অবহেলিত আসামির মতো অর্থে।	
দাওয়া- বারান্দা।	

শব্দার্থ ও টীকা



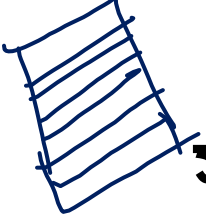
শব্দার্থ	টীকা
আমের কুসি- কচি আম।	
জারা- জীর্ণ করা।	কুচি কুচি করা অর্থে।
বন-বিছুটি- বুনো গাছ।	
কালমেঘ- যকৃতের রোগে উপকারী একপ্রকার তিক্ত স্বাদের গাছ।	
গরাদ- জানালার সিক।	
ভেরেঙাকচার বেড়া- এরন্ড বা রেড়ি গাছের বেড়া।	
কুটোগাছ- তৃণ।	
রোসো রোসো- থাম থাম।	

‘আম আঁটির ভেঁপু’ শীর্ষক গল্পটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **পথের পাঁচালী** উপন্যাস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রামীণ জীবনে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ দুই ভাই-বোনের আনন্দিত জীবনের আখ্যান নিয়ে গল্পটি রচিত হয়েছে। অপু ও দুর্গা হতদরিদ্র পরিবারের শিশু। কিন্তু তাদের শৈশবে দারিদ্র্যের সেই কষ্ট প্রধান হয়ে ওঠেনি। অধিকন্তু গ্রামীণ ফলফলাদি খাওয়ার আনন্দ এবং বিচিত্র বিষয় নিয়ে তাদের বিস্ময় ও কৌতূহল গল্পটিকে মানুষের চিরায়ত শৈশবকেই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়। এই গল্পের সর্বজয়া পল্লি-মায়ের শাস্বত চরিত্র হয়ে উঠেছে।

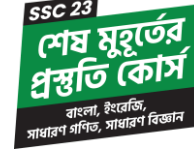


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল বেলা। আটটা কি নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে
রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে, তাহার একটা ছোট টিনের বাক্স
আছে, সেটার ডালা ভাঙা। বাক্সের সমুদয় সম্পত্তি সে উপুড়
করিয়া মেঝেতে ঢালিয়াছে। একটা রং-ওঠা কাঠের ঘোড়া, চার
পয়সা দামের একটা টোল-খাওয়া টিনের ভেঁপু-বাঁশি, গোটাকতক
কড়ি। এগুলি সে মায়ের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মীপূজার কড়ির চুপড়ি
হইতে খুলিয়া লইয়াছিল ও পাছে কেহ টের পায় এই ভয়ে সর্বদা
লুকাইয়া রাখে একটা দু'পয়সা দামের পিস্তল, কতকগুলো শুকনো
নাটা ফল। দেখিতে ভালো বলিয়া তাহার দিদি কোথা হইতে
অনেকগুলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল, কিছু তাহাকে দিয়াছে, কিছু
নিজের পুতুলের বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে। খানকতক খাপরার কুচি।



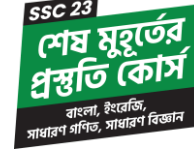
আম-আঁটির ভেঁপু



গঙ্গা-যমুনা খেলিতে এই খাপরাগুলির লক্ষ্য অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায় সে এগুলি সযত্নে বাঁধে রাখিয়া দিয়াছে, এগুলি তাহার মহামূল্যবান সম্পত্তি এতগুলি জিনিসের মধ্যে সবে সে টিনের বাঁশিটা কয়েকবার বাজাইয়া সেটির সম্বন্ধে বিগত কৌতূহল হইয়া তাহাকে একপাশে রাখিয়া দিয়াছে। কাঠের ঘোড়া নাড়াচাড়া করা হইয়া গিয়াছে। সেটিও একপাশে পিজরাপোলের আসামির ন্যায় পড়িয়া আছে। বর্তমানে সে গঙ্গা-যমুনা খেলিবার খাপরাগুলিকে হাতে লইয়া মনে মনে দাওয়ার উপর গঙ্গা-যমুনার ঘর আঁকা কল্পনা করিয়া চোখ বুজিয়া খাপরা ছুইয়া দেখিতেছে তাক ঠিক হইতেছে কি না!

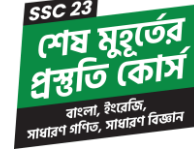
এমন সময়ে তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল-
অপু- ও অপু। সে এতক্ষণ বাড়ি ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র

আম-আঁটির ভেঁপু



আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্কতা মিশ্রিত মানুষের গলার আওয়াজ পাইয়া অপু কলের পুতুলের মতো লক্ষ্মীর চুপড়ির কড়িগুলি তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিল। পরে বলিল- কি রে দিদি? দুর্গা হাত নাড়িয়া ডাকিল- আয় এদিকে- শোন- দুর্গার বয়স দশ-এগারো বৎসর হইল। গড়ন পাতলা পাতলা, রং অপূর মতো অতটা ফর্সা নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুম্ম- বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপূর মতো চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর। অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল,- কে রে? দুর্গার হাতে একটা নারিকেলের মালা। সেটা সে নিচু করিয়া দেখাইল, কতকগুলি কচি আম কাটা। সুর নিচু করিয়া বলিল- মা ঘাট থেকে আসে নি তো?

আম-আঁটির ভেঁপু



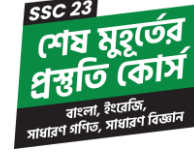
অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল- উঁহু-

দুর্গা চুপিচুপি বলিল - একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমার কুশি জারাবো - অপু আহাদের সহিত বলিয়া উঠিল- কোথায় পেলি রে দিদি?

দুর্গা বলিল-পটলিদের বাগানে সিঁদুরকৌটোর তলায় পড়ে ছিল আন্ দিকি একটু নুন আর তেল! অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মারবে যে? আমার কাপড় যে বাসি? - তুই যা না শিগগিরি করে, মা'র আসতে এখন ঢের দেরি-ক্ষার কাচতে গিয়েচে শিগগিরি যা— অপু বলিল- নারকালের মালাটা আমায় দে। ওতে ঢেলে নিয়ে আসবো- তুই খিড়কি দোরে গিয়ে দ্যাখ মা আসচে কি না।

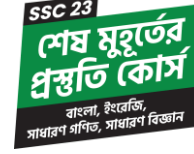
দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল- তেলটেল যেন মেঝেতে ঢালিসনে, সাবধানে

আম-আঁটির ভেঁপু



নিবি, নইলে মা টের পাবে তুই তো একটা হাবা ছেলে-
অপু বাড়ি মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে
মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল,— বলিল, নে হাত পাত।
তুই অতগুলো খাবি দিদি?
অতগুলি বুঝি হলো? এই তো ভারি বেশি যা, আচ্ছা নে আর
দু'খানা বাঃ, দেখতে বেশ হয়েছে রে, একটা লঙ্কা আনতে পারিস?
আর একখানা দেবো তা হলে - লঙ্কা কী করে পাড়বো দিদি? মা যে
তক্তার ওপর রেখে দ্যায়, আমি যে নাগাল পাই নে?— তবে থাকগে
যাক্ আবার ওবেলা আনবো এখন পটলিদের ডোবার ধারের আম
গাছটায় গুটি যা ধরেচে **দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে-**
-হরিহরের বাড়িটাও অনেকদিন হইয়া গেল মেরামত হয় নাই,
সামনের দিকের রোয়াক ভাঙা, ফাটলে বন— বিছুটির ও কালমেঘ

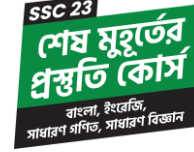
আম-আঁটির ভেঁপু



গাছের বন গজাইয়াছে- ঘরের দোর জানালার কপাট সব ভাঙা, নারিকেলের দড়ি দিয়া গরাদের সঙ্গে বাঁধা আছে। খিড়কি দোর বানাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই **সর্বজয়ার** গলা শুনা গেল- দুগ্গা, ও দুগ্গা- **দুর্গা** বলিল—মা ডাকছে, যা দেখে আয় ওখানা খেয়ে যা মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে, মুছে ফ্যাল্-

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্তি। সে তাড়াতাড়ি **জারানো আমের চাকলাগুলি** খাইতে লাগিল। পরে এখনো অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠালগাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি **গোত্রাসে গিলিতে লাগিল**। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার

আম-আঁটির ভেঁপু



আর সময় নাই।

খাইতে খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনতাসূচক হাসি হাসিল। দুর্গা খালি মালাটা এক টান্ মারিয়া ভেরেঙাকচার বেড়া পার করিয়া নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল- মুখটা মুছে ফ্যাল্ না বাঁদর, নুন লেগে রয়েছে যে ...

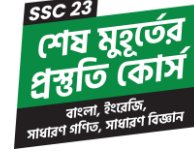
পরে দুর্গা নিরীহমুখে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বলিল- কী মা?

-কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাবো?

সকাল থেকে ক্ষার কেচে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল, একটুখানি কুটোগাছটা ভেঙে দু খানা করা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টোটো টোকলা সেধে বেড়াচ্ছেন- সে বাঁদর কোথায়?

অপু আসিয়া বলিল, মা, খিদে পেয়েছে।

আম-আঁটির ভেঁপু



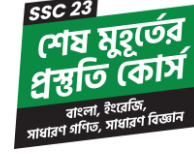
-রোসো রোসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু... একটুখানি হাঁপ জিরোতে দ্যাও! তোমাদের রাতদিন খিদে আর রাতদিন ফাই-ফরমাজ! ও দুগগা, দ্যাখ তো বাছুরটা হাঁক পাড়ছে কেন? খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বাঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল আর এটু আটা বের করো না মা, মুকে বড্ড লাগে!

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সন্কুচিত সুরে বলিল- চালভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে খাইতে বলিল- উঃ, চিবনো যায় না। আম খেয়ে দাঁত টকে-

দুর্গার ঋকুটিমিশ্রিত চোখটেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল,- আম

আম-আঁটির ভেঁপু



কোথায় পেলি?

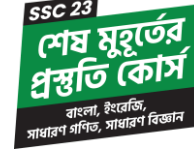
সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল- তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

দুর্গা বিপন্নমুখে বলিল- ওকে জিজ্ঞেস করো না? আমি- এই তো এখন কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে- তুমি যখন ডাক্লে তখন তো-

স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল- যা, বাছুরটা ধরগে যা- ডেকে সারা হোলো- কমলে বাছুর, ও সন্ন, এত বেলা করে এলে কি বাঁচে? একটু সকাল করে না এলে এই তেতপ্পর পজ্জন্ত বাছুর বাঁধা-

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা হাতার পিঠে দুম্ করিয়া নির্ঘাত এক কিল

আম-আঁটির ভেঁপু



বসাইয়া দিয়া কহিল- লক্ষীছাড়া বাঁদর! পরে মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল- আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে- আবার কোনোদিন আম দেবো খেও-ছাই দেবো-এই ওবেলাই পটলিদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জারাবো, এত বড় বড় গুটি হয়েছে, মিষ্টি যেন গুড়-দেবো তোমায়? খেও এখন? হাবা একটা কোথাকার- যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে!

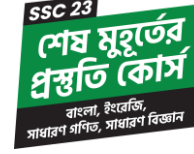
দুপুরের কিছু পরে হরিহর কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিল। সে আজকাল গ্রামের অন্নদা রায়ের বাটীতে গোমস্তার কাজ করে। জিজ্ঞাসা করিল- অপুকে দেখচি নে?

সর্বজয়া বলিল- অপু তো ঘরে ঘুমুচ্ছে।

-দুগগা বুঝি-

-সে সেই খেয়ে বেরিয়েছে- সে বাড়ি থাকে কখন? দুটো খাওয়ার

আম-আঁটির ভেঁপু

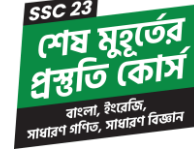


সঙ্গে যা সম্পর্ক! আবার সেই খিদে পেলে তবে আসবে- কোথায় কার বাগানে কার আমতলায় জামতলায় ঘুরছে- এই চক্তির মাসের রোদ্দুরে, ফের দ্যাখো না এই জ্বরে পড়লো বলে- অত বড় মেয়ে, বলে বোঝাবো কত? কথা শোনে, না কানে নেয়?

একটু পরে হরিহর খাইতে বসিয়া বলিল- আজ দশঘরায় তাগাদার জন্যে গেছলাম, বুঝলে? একজন লোক, খুব মাতবর, পাঁচটা- ছয়টা গোলা বাড়িতে, বেশ পয়সাওয়ালা লোক- আমায় দেখে দণ্ডবৎ করে বল্লে-

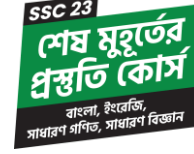
দাদাঠাকুর, আমায় চিনতে পাচ্ছেন? আমি বললাম- না বাপু, আমি তো কৈ?- বল্লে- আপনার কর্তা থাকতে তখন তখন পূজা-আচ্চায় সবসময়ই তিনি আসতেন, পায়ের ধুলো দিতেন। আপনারা আমাদের গুরুতুল্য লোক, এবার আমরা বাড়িসুদ্ধ মন্তর নেবো

আম-আঁটির ভেঁপু



ভাবচি- তা আপনি যদি আজে করেন, তবে ভরসা করে বলি- আপনিই কেন **মন্তরটা** **দেন না?** তা আমি তাদের বলেচি আজ আর কোনো কথা বলবো না, ঘুরে এসে দু- এক-দিনে- বুঝলে? সর্বজয়া ডালের বাটি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল, বাটি মেজেতে নামাইয়া সামনে বসিয়া পড়িল। বলিল- হ্যাগো, তা মন্দ কী? দাও না ওদের মন্তর? কী জাত? হরিহর সুর নামাইয়া বলিল- বলো না কাউকে!- সদগোপ। তোমার তো আবার গল্প করে বেড়ানো স্বভাব- -আমি আবার কাকে বলতে যাবো, তা হোক গে সদগোপ, দাও গিয়ে দিয়ে, **এই কষ্ট যাচ্ছে-** ঐ **রায়বাড়ির আটটা টাকা** ভরসা, তাও দু'তিন মাস অন্তর তবে দ্যায়- আর এদিকে রাজ্যের দেনা। কাল ঘাটের পথে সেজ ঠাকরুন বল্লে- বৌমা, আমি বন্দক ছাড়া টাকা ধার দিই নে- তবে তুমি অনেক করে বল্লে বলে দিলাম- আজ

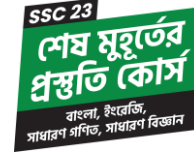
আম-আঁটির ভেঁপু



পাঁচ পাঁচ মাস হয়ে গেল, টাকা আর রাখতে পারবো না। এদিকে রাধা বোষ্টমের বৌ তো ছিড়ে খাচ্ছে, দু'বেলা তাগাদা আরম্ভ করেছে। ছেলেটার কাপড় নেই- দু'তিন জায়গায় সেলাই, বাছা আমার তাই পরে হাসিমুখে নেচে নেচে বেড়ায়- আমার এমন হয়েছে যে ইচ্ছে করে একদিকে বেরিয়ে যাই-

-আর একটা কথা ওরা বলছিল, বুঝলে? বলছিল গাঁয়ে তো বামুন নেই, আপনি যদি এই গাঁয়ে উঠে আসেন, তবে জায়গা- জমি দিয়ে বাস করাই- গাঁয়ে একঘর বামুন বাস করানো আমাদের বড্ড ইচ্ছে। তা কিছু ধানের জমিটমি দিতেও রাজি- পয়সার তো অভাব নেই! আজকাল চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা- ভদ্র লোকেরই হয়ে পড়েছে হা ভাত যো ভাত-

৫২৬
হাসিমুখ



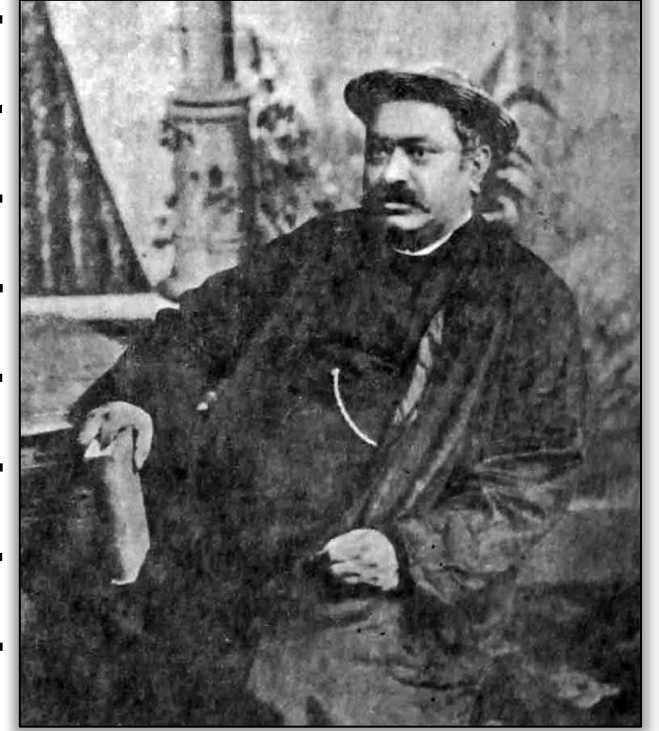
বাংলা প্রথম পত্র

নবম-দশম শ্রেণি

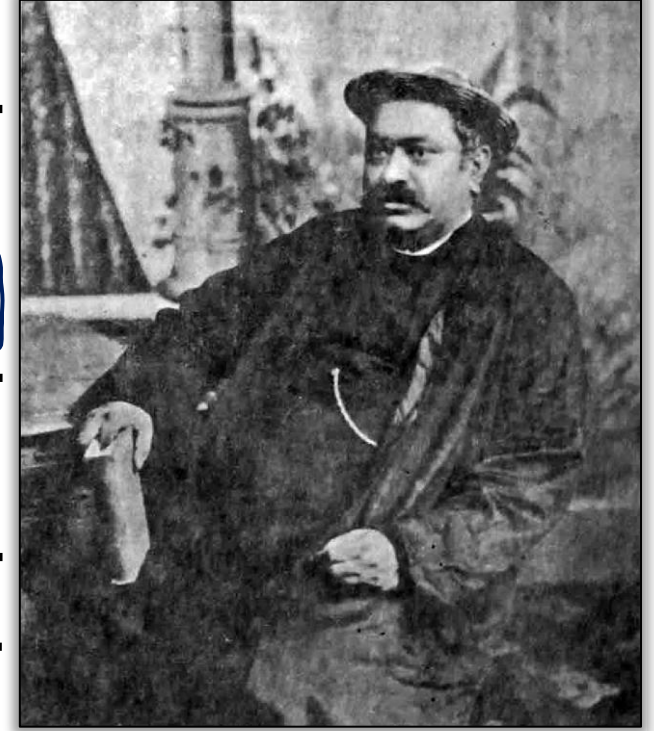
জীবন-সঙ্গীত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৮ সালের ১৭ই এপ্রিল ভূগলি জেলার গুলিটা রাজবল্লভহাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার খিদিরপুর বাংলা স্কুলে পড়াশোনাকালে আর্থিক সংকটে পড়েন। ফলে তার পড়াশোনা তখন বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর আশ্রয়ে তিনি ইংরেজি শেখেন। পরবর্তীকালে হিন্দু কলেজে সিনিয়র স্কুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি ১৮৫৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে



স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি সরকারি চাকরি, স্কুল-শিক্ষকতা এবং পরিশেষে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত হন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরে কাব্য রচনায় তিনিই ছিলেন সবচেয়ে খ্যাতিমান। স্বদেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায় তিনি 'বৃহৎসংহার' নামক মহাকাব্য রচনা করেন। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : চিন্তাতরঙ্গিনী, বীরবাহু, আশাকানন, ছায়াময়ী ইত্যাদি। ২৪শে মে ১৯০৩ সালে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন।



শব্দার্থ ও টীকা

কাতর স্বরে- দুর্বল কণ্ঠে, করুণভাবে।

দারা - স্ত্রী।

বাহ্যদৃশ্যে - বাইরের জগতের চাকচিক্যময় রূপে বা জিনিসে।

জীবাত্মা - মানুষের আত্মা, আত্মা যদিও অমর, কিন্তু মানুষের মৃত্যু অনিবার্য, কাজেই দেহ ছেড়ে আত্মা একদিন চলে যাবে, চিরকাল দেহকে আকড়ে থাকতে পারবে না।

অনিত্য - অস্থায়ী, যা চিরকালের নয়।

আকিঞ্চন - চেষ্টা, আকাঙ্ক্ষা।

আশ - আশা।

ভবের - জগতের, সংসারের।

শব্দার্থ ও টীকা

✓ **সমরাঙ্গনে** - যুদ্ধক্ষেত্রে (কবি মানুষের জীবনকে যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন)।

বীর্যবান - শক্তিমান।

মহিমা - গৌরব।

প্রাতঃস্মরণীয় - সকাল বেলায় স্মরণ করার যোগ্য, অর্থাৎ সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র।

ধ্বজা - পতাকা, নিশান।

বরণীয় - সম্মানের যোগ্য।

সংসারে-সমরাঙ্গনে - যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসী সৈনিকের মতো সংসারেও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মোকাবেলা করে বেঁচে থাকতে হবে।

শব্দার্থ ও টীকা

স্বপন - রাতের স্বপ্নের মতোই মিথ্যা বা অসার।

* আয়ু যেন শৈবালের নীর- শেওলার ওপর পানির ফোঁটার মতো
ক্ষণস্থায়ী।

*

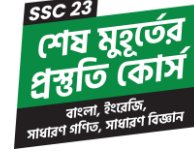
আমাদের জীবন কেবল নিছক স্বপ্ন নয়। কাজেই এ পৃথিবীকে শুধু স্বপ্ন ও মায়ার জগৎ বলা যায় না। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং পরিজনবর্গ কেউ কারও নয়, একথাও ঠিক নয়। মানব-জন্ম অত্যন্ত মূল্যবান। মিথ্যা সুখের কল্পনা করে দুঃখ বাড়িয়ে লাভ নেই তা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যও নয়। সংসারে বাস করতে হলে সংসারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। কেননা বৈরাগ্যে মুক্তি নেই। আমাদের জীবন যেন শৈবালের শিশিরবিন্দুর মতো ক্ষণস্থায়ী।



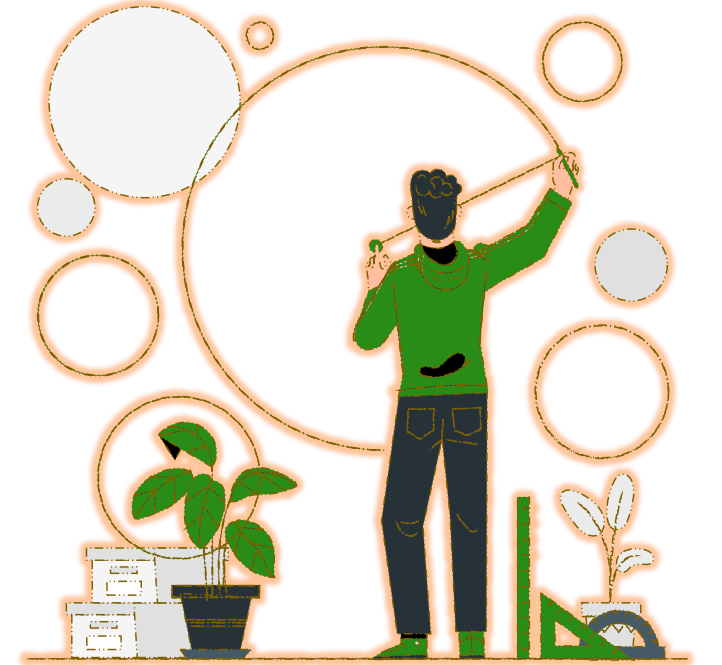
সুতরাং মানুষকে এ পৃথিবীতে সাহসী যোদ্ধার মতো সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হবে। মহাজ্ঞানী ও মহান ব্যক্তিদের পথ অনুসরণ করে আমাদেরও বরণীয় হতে হবে। কেননা জীবন তো একবারই। 'জীবন সঙ্গীত' কবিতাটি মার্কিন কবি 'Henry wadsworth Longfellow'- (১৮০৭-১৮৮২) এর 'A Psalm of life' শীর্ষক ইংরেজি কবিতার ভাবানুবাদ।



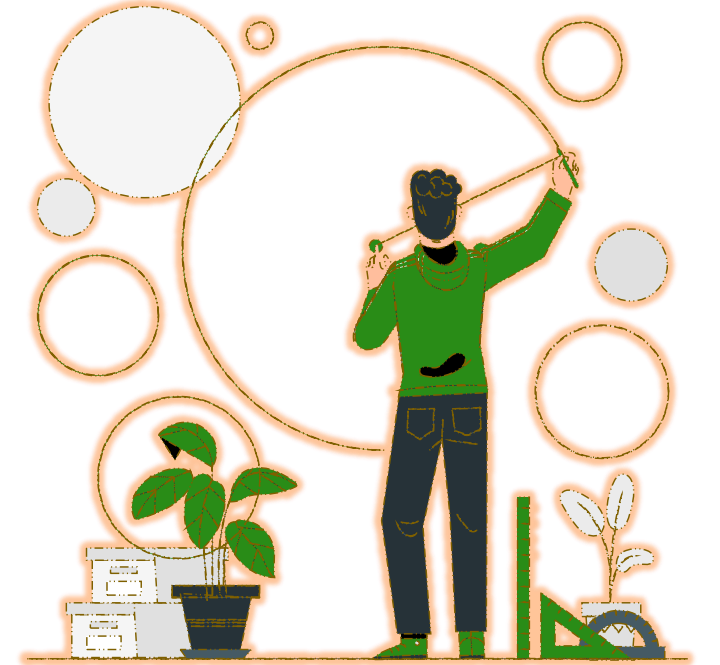
জীবন-সঙ্গীত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



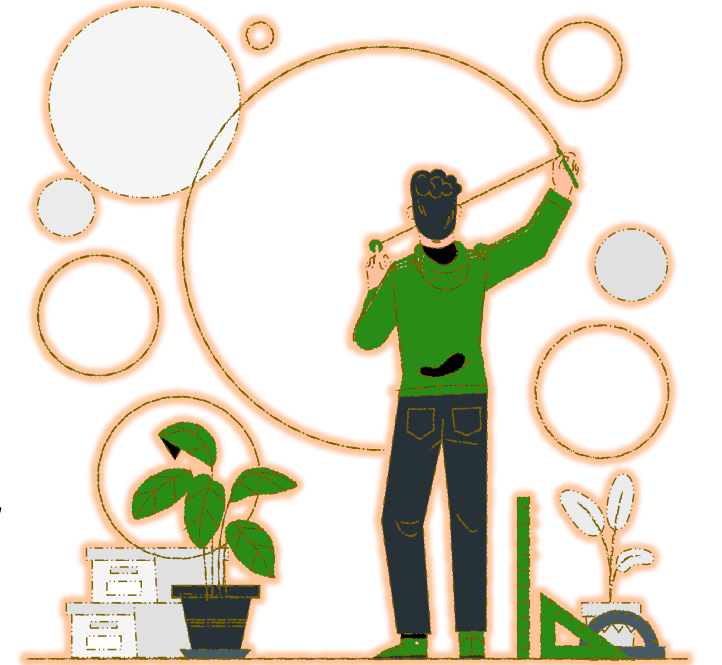
বলো না কাতর স্বরে, বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার
বলে জীব করো না ক্রন্দন;
মানব-জনম সার, এমন পাবে না আর
বাহ্যদৃশ্যে ডুলো না রে মন;
কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্ম অনিত্য নয়,
ওহে জীব কর আঁকিঞ্চন।



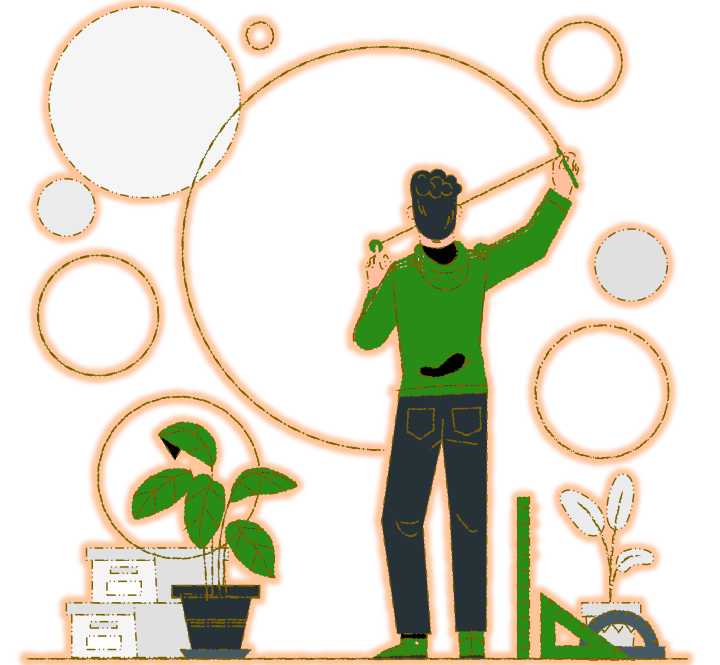
করো না সুখের আশ, পরো না দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়,
সংসারে সংসারী সাজ, করো নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির,
সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন শৈবালের নীর।
সংসারে-সমরাসনে, যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে,
ভয়ে ভীত হইও না মানব;
কর যুদ্ধ বীর্যবান, যায় যাবে যাক প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্লভ।



মনোহর মূর্তি হেরে, ওহে জীব অন্ধকারে,
ভবিষ্যতে করো না নির্ভর;
অতীত সুখের দিন, পুনঃ আর ডেকে এনে,
চিন্তা করে হইও না কাতর।
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়
সমর-সাগর-তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে
আমরাও হব হে অমর;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে, অন্য কোনো জন পরে,
যশোদ্ধারে আসিবে সত্বর।



করো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার-সমরাস্ত্র মাঝে;
সফল করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা,
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে ।



হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আয়ুকে কোনটির সাথে তুলনা করেছেন?

১ (ঙ)
১ গ

(ক) নদীর জল

(খ) পুকুরের জল

(গ) শৈবালের নীর

(ঘ) ফটিক জল

কবি 'সংসার সমরাস্ত্র' বলতে কী বুঝিয়েছেন?

(ক) যুদ্ধক্ষেত্রে

✓(খ) জীবনযুদ্ধকে

(গ) প্রতিরোধ যুদ্ধকে

(ঘ) অস্তিত্বকে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নের উত্তর দাও :

শুকুর মিয়া একজন খুদে ব্যবসায়ী। সামান্য পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। প্রথম প্রথম লাভ পান। এক সময় তার ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়। এতে তিনি কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েন। তখন বন্ধু হাতেম তাকে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চলার পরামর্শ দেন। শুকুর মিয়া তার পরামর্শকে সাদরে গ্রহণ করেন।

উদ্দীপকের শুকুর মিয়ার লক্ষ্য কী?

(ক) যশোদ্ধার

(খ) অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা

(গ) বরণীয় হওয়া

(ঘ) সংসার সমরাসনে টিকে থাকা

রবার্ট ক্রুস পর পর ছয়বার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এক সময় হতাশ হয়ে বনে চলে যান। সেখানে দেখেন একটা মাকড়সা জাল বুনতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। অবশেষে সেটি সপ্তমবারে সফল হয়। এ ঘটনা রবার্ট ক্রুসের মনে উৎসাহ জাগায়। তিনি বুঝতে পারেন জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই তিনি আবার পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হন।

(ক) কবি কোন দৃশ্য ভুলতে নিষেধ করেছেন?

(খ) কীভাবে 'ভবের' উন্নতি করা যায়?

রবার্ট ক্রুস পর পর ছয়বার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এক সময় হতাশ হয়ে বনে চলে যান। সেখানে দেখেন একটা মাকড়সা জাল বুনে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। অবশেষে সেটি সপ্তমবারে সফল হয়। এ ঘটনা রবার্ট ক্রুসের মনে উৎসাহ জাগায়। তিনি বুঝতে পারেন জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই তিনি আবার পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হন।

(গ) পরাজয়ের গ্লানি রবার্ট ক্রুসের মনের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে সেটি 'জীবন সঙ্গীত' কবিতার এর সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) 'হতাশা নয় বরং সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যই মানুষের জীবনে চরম সাফল্য বয়ে আনে।"— উদ্দীপক ও 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতা অবলম্বনে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

10 MINUTE
SCHOOL

ধন্যবাদ

5 Star
4 "
3 "
2 "
① "